অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

The Economy of Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ-

১. অনুন্নত কৃষি

২. শিল্প উন্নয়নে ধীর গতি

৩. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি (মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার-২০১৬ এবং ২০৬৪ ডলার – ২০২০)

৪. জীবন যাত্রার ক্রমোন্নতি (দারিদ্র হার ২৪ শতাংশ এবং গড় আয়ু ৭০.৭ বছর)

৫.বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি (২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৯.৩৮ শতাংশ)

৬. খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা (২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৪.১৯ লাখ মেট্রিক টন)

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১.৩৭ শতাংশ)

৮. বেকারত্ব (২০১৪-১৫ সালে শ্রমশক্তির প্রায় ২৫ লাখ লোক বেকার ছিলেন)

৯. প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের ব্যবহার

১০.বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি (আমদানি > রপ্তানি)

১১. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি

১৩. বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

১৫. পরিকল্পনা গ্রহণ (রূপকল্প ''বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)'' শীর্ষক পরিকল্পনা)

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত সমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত তিনটি। যথা-

১. কৃষি খাত

কৃষি কাজ হচ্ছে ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রম। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নে কৃষিখাতের উপখাতসমূহের নাম দেয়া হলো-

ক) শস্য ও শাকসবজি

খ) প্রাণিসম্পদ

গ) বনজ সম্পদ

ঘ) মৎস্য সম্পদ

২. শিল্প খাত

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানা ভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালীর মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্য রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে। বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয় সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

শিল্প খাত এর সংক্ষিপ্ত ধারণা-

১. খনিজ ও খনন

এই খাতের প্রধান উপখাত হলো-

ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল

খ) অন্যান্য সম্পদ ও খনন

২. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প

খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

৩. বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি

ক) বিদ্যুৎ

খ) গ্যাস

গ) পানি

৪. নির্মাণ শিল্প

এ খাতে অন্তর্ভুক্ত সেতু নির্মাণ, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

৩. সেবা খাত

অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যা রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয় কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাকে সেবা বলে।

কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে। যেমন- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্প, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প, উত্তরবঙ্গে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজ

যে কৃষি কাজের দ্বারা কোন কৃষিজাত পণ্য, মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয় তাকে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজ বলে। অধিক উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ পরিচালিত

কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর পরিপূরক

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আর কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত চাষাবাদ সরঞ্জাম, সার ও কীটনাশকের যোগান দেয় শিল্পখাত। অন্যদিকে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। শিল্প খাতে কৃষি খাত থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় ফলে কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর পরিপূরক।

ই পি জেড কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

আমাদের দেশে মূলধন গঠনের হার কম

আমাদের দেশে কৃষি ও শিল্পের শিল্প উৎপাদন কম, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। আমানত ও মূলধনের প্রধান উৎস হলো সঞ্চয়। আমাদের দেশে সঞ্চয় কম হওয়ার কারণে মূলধন গঠনের হার কম।

বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র আবদ্ধ

অধ্যাপক রাগনার নার্কস এর মতে, একটি দেশ গরিব, কারন সে দেশ দরিদ্র। বাংলাদেশ কম উৎপাদনের ফলে আয়ও কম। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগ কম হয়। মূলধন কম হয় ফলে উৎপাদন কম হয়।এই অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। এভাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র আবদ্ধ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ-

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও গতিশীল করতে যেসব প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়

১. মূলধন গঠন

২. শিক্ষা সম্প্রসারণ

৩. প্রশিক্ষণ সুবিধা

৪. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার

৫. সম্পদের ব্যবহার

৬.অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

৭. রপ্তানি বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব

১. প্রধান পেশা

২. খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস

৩. জাতীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অংশ

৪. শিল্পের কাঁচামাল

৫. শিল্পের বাজার সৃষ্টি

৬. সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি

৭. কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন

৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন